ولا تسرفوا

সীমা লঙ্ঘন বা অপচয় করো না

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمَرَ بِالْعَدْلِ، وَأَثْنَى عَلَى الْمُعْتَدِلِينَ، وَنَهَى عَنِ السَّرَفِ وَذَمَّ الْمُبَذِّرِينَ، وَجَعَلَهُمْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الْقَائِلُ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ: وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف: ٣١]، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْأَمِينُ، وَصَفْوَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْمُطَهَّرِينَ، وَصَحْبِهِ الْمَيَامِينِ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ -عِبَادَ اللَّهِ- وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّ التَّقْوَى سَبِيلُ الْفَلَاحِ، وَطَرِيقُ الْبِرِّ وَالصَّلَاحِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [الحشر: ١٨]

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীন–বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তিনি সমাজ ও জীবনে ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলেছেন, তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পক্ষান্তরে, তিনি আমাদের সীমা লঙ্ঘন ও অপচয় করতে নিষেধ করেছেন এবং যারা অপব্যয় ও অপচয় করে, তাদের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন; এমনকি অপব্যয়কারীদের শয়তানের ভাই হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে মহিমান্বিত কণ্ঠে এরশাদ করেছেন:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"আর তোমরা অপচয় করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।" (সূরা আল-আরাফ: ৩১)

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর অত্যন্ত বিশ্বস্ত বান্দা ও তাঁর মনোনীত রাসূল এবং তিনি সমস্ত নবী ও রাসূলদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা দরুদ ও অফুরন্ত শান্তির ধারা বর্ষণ করুন আমাদের প্রিয় নবীজির ওপর, তাঁর পবিত্র ও পুত-পবিত্র পরিবারবর্গের ওপর, তাঁর কল্যাণময় ও বরকতময় সাহাবীগণের ওপর এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁদের পথকে নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সাথে আঁকড়ে ধরবে–তাদের সকলের ওপর।

অতঃপর: হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমি প্রথমে আমার নিজেকে এবং আপনাদের সকলকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা-কে ভয় করার (তাকওয়া অর্জনের) অসিয়ত করছি। কারণ, এই তাকওয়াই হলো ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার একমাত্র রাজপথ এবং কল্যাণ ও সংশোধনের একমাত্র মাধ্যম।যেমনটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; আর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সে আগামীকালের (পরকালের) জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।" (সূরা আল-হাশর: ১৮)

১। ইসলামের সৌন্দর্য ও মধ্যপন্থা: কৃপণতা ও অপচয়ের মাঝে এক ভারসাম্যপূর্ণ জীবন

হে মুসলিম সমাজ!

আপনাদের এই মহান ও অনুপম দ্বীন এক অনন্য ও চিরন্তন মধ্যপন্থা দ্বারা বিশিষ্টতা লাভ করেছে। একদিকে যেমন রয়েছে চরম ঘৃণ্য ও বৈরী অপচয়ের পথ, অন্যদিকে রয়েছে ধ্বংসাত্মক ও প্রাণঘাতী কৃপণতার পথ–ইসলাম এই দুইয়ের ঠিক মাঝামাঝি এক নিখুঁত ও সরল পথ প্রদর্শন করেছে। এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও ভারসাম্য বজায় রাখার আহ্বান জানায় এবং প্রতিটি পদক্ষেপে বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়িমুক্ত জীবন গড়ার তাগিদ দেয়। যেমনটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা স্বয়ং নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেছেন:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

"তুমি তোমার হাত তোমার গলায় বেঁধে রেখো না (অর্থাৎ কৃপণতা কোরো না) এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না (অর্থাৎ সীমাহীন অপব্যয় কোরো না); তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে।" (সূরা আল-ইসরা: ২৯)

আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ষ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন:

كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ

"তোমরা খাও, পান করো, দান-সদকা করো এবং পরিধান করো–যতক্ষণ না তার সাথে কোনো অপচয় কিংবা অহমিকা যুক্ত হয়।" (ইবনে মাজাহ: ২৬০৫, নাসাঈ: ২৫৫৯)

২. ন্যায়নিষ্ঠ পরিমিতিবোধ: দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জনের মহাসড়ক

বিখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) অপচয়ের প্রকৃত সীমা নির্ধারণ করতে গিয়ে কত চমৎকার কথাই না বলেছেন:

وَضَابِطُ هَذَا كُلِّهِ الْعَدْلُ، وَهُوَ الْأَخْذُ بِالْوَسَطِ الْمَوْضُوعِ بَيْنَ طَرَفَيِ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَعَلَيْهِ بِنَاءُ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"এই সবকিছুর মূল মাপকাঠি হলো 'আদল' বা ন্যায়নিষ্ঠতা। আর তা হচ্ছে বাড়াবাড়ি ও অবহেলার ঠিক মাঝামাঝি মধ্যপন্থাকে আঁকড়ে ধরা। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ মূলত এই মধ্যপন্থার ওপরই প্রতিষ্ঠিত।"

৩. অপচয়: সমাজ ধ্বংসকারী ব্যাধি ও জাহান্নামীদের পথ

প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা!

আসলে অপচয় ও আতিশয্য হলো এমন এক সামাজিক মহামারী, যা তিলে তিলে গোটা সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়; এটি মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদ ও দেশের জাতীয় ঐশ্বর্যকে ধূলিসাৎ করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে নানা বালা-মুসিবত ও ঐশী শাস্তি ডেকে আনে। এটি পথভ্রষ্টতারই একটি শাখা। আর যারা এই অভিশপ্ত

অপচয়ের সাথে যুক্ত, তাদের জন্য মহিমান্বিত ও সুউচ্চ রবের তীব্র ক্রোধ ও ভয়াবহ শাস্তির চরম হুঁশিয়ারি রয়েছে। যেমনটি মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন:

وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

"আর নিশ্চয়ই অপচয়কারীরাই হচ্ছে জাহান্নামের আসল অধিবাসী।" (সূরা গাফির: ৪৩)

৪. দৈনন্দিন জীবনে অপচয়ের নানাবিধ রূপ: খাবারের আতিশয্য ও তার শারীরিক-আত্মিক কুফল

হে আল্লাহর বান্দাগণ!

✦ **অপচয়ের নানাবিধ সামাজিক রূপ:** আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অপচয় ও সম্পদের বিনাশের হরেক রকম চিত্র ও বহুমাত্রিক রূপ পরিলক্ষিত হয়। এমন কিছু দৃশ্য প্রতিনিয়ত ফুটে ওঠে যা বুদ্ধিমান ও বিবেকবান মানুষ মাত্রই চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

৫. খাবারের অপচয় ও অতিভোজন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাহ ও আধুনিক চিকিৎসার এক মেলবন্ধন

✦ **খাবার ও পানীয়তে লাগামহীন অপচয়:** এই সমস্ত অপচয়ের সবচেয়ে বড় ও স্পষ্ট উদাহরণ হলো—খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে সীমাহীন অপচয় করা; বিশেষ করে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, মেহমানদারী ও বিয়ের ওলিমার আয়োজনগুলোতে।

৬. পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না: সুস্থ জীবনের ঐশী পরিমিতিবোধ

✦ **অতিভোজন রোগের মূল কারণ:** খাদ্য ও পানীয় মূলত শরীরের টিকে থাকার জ্বালানি বা শক্তি। কিন্তু এই খাবারই যখন মানুষের প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে ফেলে, তখন তা সুস্থতার বদলে শরীরে নানাবিধ জটিল রোগব্যাধি ও যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

✦ **শারীরিক অলসতা ও ব্যাধি:** প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহারের ফলে মানুষ চরম অলসতায় আক্রান্ত হয়, তার পরিপাকতন্ত্র ও পাকস্থলীতে জটিলতা (বদহজম) তৈরি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা তাকে নানা দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক অসুস্থতার দিকে ঠেলে দেয়।

✦ **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অমর ও যুগান্তকারী নির্দেশনা:** এ প্রসঙ্গে হযরত মিকদাম ইবনে মাদীকারিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি:

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ،

"মানুষ তার পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট আর কোনো পাত্র পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের পিঠ সোজা রাখার (বেঁচে থাকার) জন্য সামান্য কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ট। কিন্তু যদি তাকে খেতেই হয় (এর চেয়ে বেশি খাবার প্রয়োজন মনে করে), তবে সে যেন তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখে।" (তিরমিযী: ২৩৮০, নাসাঈ: ৬৭৬৯, ইবনে মাজাহ: ৩৩৪৯, আহমদ: ১৭১৮৬)

৭. পোষাক ও ফ্যাশনের নামে অপচয়: লৌকিকতার চাদরে ঢাকা সামাজিক ট্র্যাজেডি

হে ইসলামি ভ্রাতৃসমাজ!

✦ **আলমারি ঠাসা বিলাসবহুল পোষাকের মোহ:** আমাদের সমাজে অপচয়ের অন্যতম প্রধান একটি রূপ হলো–অনর্থক আলমারি বা কাপড়ের ড্রয়ারগুলোকে অত্যন্ত দামি ও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে ঠাসা করে রাখা; যার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে কেবল সামাজিক লৌকিকতা প্রদর্শন এবং অন্ধ অনুকরণ।

✦ **প্রয়োজনহীন কেনাকাটার নেশা:** কোনো প্রকার বাস্তব প্রয়োজন ছাড়াই অনেকে কেবল কেনাকাটার লাগামহীন অভ্যাসের দাস হয়ে পড়েন এবং অপ্রয়োজনে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিলাসী পোশাকে অপচয় করেন।

৮. এক রাতের জৌলুস বনাম সীমাহীন অপব্যয়: বিয়ে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আধুনিক জাহেলিয়াত

✦ **অনুষ্ঠানে আভিজাত্যের কদর্য প্রতিযোগিতা:** এই ধরনের অপচয় ও আতিশয্য সবচেয়ে স্পষ্ট ও নগ্নভাবে প্রকাশ পায় বিভিন্ন সামাজিক ভোজসভা, নারীদের জমকালো অনুষ্ঠান এবং জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের উৎসবগুলোতে।

✦ **এক রাতের জন্য লাখ টাকার পোশাক:** এসব অনুষ্ঠানে বিশাল অঙ্কের টাকা অপচয় করা হয় এমন সব আভিজাত্যপূর্ণ পোশাকের পেছনে, যা হয়তো পুরো জীবনে কেবল একটি রাতের জন্যই পরিধান করা হয় এবং পরবর্তীতে তা আলমারির কোণায় অকেজো পড়ে থাকে।

৯. লৌকিকতা ও অন্ধ অনুকরণের মোহ: কৃত্রিম আভিজাত্যের অসারতা

✦ **ভিত্তিহীন লৌকিকতা ও অহমিকা:** এটি এমন এক অপচয় যার কোনো সীমা নেই, এমন এক সামাজিক প্রথা যার কোনো ভিত্তি নেই এবং এটি এমন এক রেষারেষি ও অহংকার প্রদর্শন–যার পক্ষে মহান আল্লাহ কোনো প্রকার প্রমাণ বা বৈধতা অবতীর্ণ করেননি।

১০. অনর্থক কেনাকাটার আসক্তি ও অর্থ অপচয়: ঋণগ্রস্ততা ও অশান্তির এক চোরাবালি

✦ **অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক খাতে সম্পদ বিনাশ:** আমাদের সমাজে অপচয়ের আরও একটি প্রকট রূপ হলো–কোনো প্রকার উপকার ছাড়াই অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় খাতে অর্থ উড়ানো। যার শুরুটা হয় অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয় ও অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা দিয়ে, আর শেষটা গিয়ে ঠেকে নানাবিধ ধ্বংসাত্মক (কবিরা গুনাহ) ও শরিয়ত নিষিদ্ধ হারাম কাজে।

✦ **ইমাম মালিক (রহ.)-এর দৃষ্টিতে অপচয়:** অপচয় বা ইসরাফের চমৎকার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْإِسْرَافِ: (أَخْذُ الْمَالِ مِنْ حَقِّهِ، وَوَضْعُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ)

'ন্যায্য অধিকার বা সঠিক উপায়ে অর্জিত অর্থ গ্রহণ করা এবং তা অন্যায্য ও ভুল পথে ব্যয় করার নামই হলো অপচয়।'

১১. কামনার দাসত্ব ও ঋণের বোঝা: ক্ষণিকের বিলাসিতা বনাম চিরস্থায়ী মানসিক যন্ত্রণা

✦ **লাগামহীন কেনাকাটার মানসিকতা:** একজন মুসলমান যখন তার কেনাকাটার তীব্র লাগামহীন আকাঙ্ক্ষার কাছে পরাস্ত হয় এবং নিজের খেয়াল-খুশি ও লোভকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখন তা তাকে গভীর সংকটে ফেলে দেয়।

✦ **সংসারে অশান্তি ও টানাটানি:** এই লাগামহীন ব্যয়ের স্বভাব তাকে এবং তার পুরো পরিবারকে এক চরম সংকীর্ণতা ও সীমাহীন কষ্টের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়।

✦ **ঋণের ফাঁদ ও মানসিক যন্ত্রণা:** আর এর চূড়ান্ত পরিণতিতে সে এমন ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে, যা তার জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি ও মানসিক প্রশান্তি কেড়ে নেয়। ফলশ্রুতিতে, সে প্রতিনিয়ত কীভাবে ঋণ পরিশোধ করবে এবং এই বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাবে—সেই দুশ্চিন্তার এক অন্ধকার কারাগারে বন্দী হয়ে পড়ে।

১২. পানি ও বিদ্যুতের অপচয়: জাতীয় সম্পদ বিনষ্টের এক নিরব মহামারী

হে ঈমানদার ভাই সকল!

✦ **আধুনিক নাগরিক জীবনে অপচয়:** আমাদের সমাজে অপচয় ও অপব্যয়ের আরেকটি অন্যতম প্রকাশ্য রূপ হলো—পানি, বিদ্যুৎ এবং আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের (মোবাইল ও ইন্টারনেট ইত্যাদি) ব্যবহারে যৌক্তিক সীমা অতিক্রম করা। বর্তমানে ঘরবাড়ি, সর্বসাধারণের স্থান (পার্ক, মসজিদ) এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এর লাগামহীন অপব্যবহার অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃশ্যমান।

১৩. অপচয়ের আধুনিক রূপ: সম্পদ ব্যবহারে উদাসীনতা ও আসন্ন সংকটের হাতছানি

✦ **পানির অপচয় ও উদাসীনতা:** গাড়ি ধোয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পানির অপচয় করা, বাগান ও গাছপালায় পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার পরিমিতিবোধ না রাখা এবং পানির লাইনের লিক বা নষ্ট কল মেরামত না করে অবহেলা করা—এই চরম সংকটের প্রতি আমাদের অসচেতনতা ও দুর্বল চিন্তাভাবনাকেই ফুটিয়ে তোলে।

✦ **বিদ্যুতের অপব্যবহার ও অবহেলা:** দিনের আলো থাকা সত্ত্বেও ঘরের লাইট জ্বালিয়ে রাখা এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলোর (যেমন: এসি, হিটার ইত্যাদি) যথেচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার করা আমাদের আরেকটি বড় বদঅভ্যাস।

✦ **সামাজিক কষ্ট ও ভোগান্তি:** আমাদের এই অবহেলা ও অপব্যবহার পুরো সমাজকে এমন এক চরম ভোগান্তি ও সংকটের মুখে ঠেলে দিতে পারে, যা থেকে আমরা সহজেই বেঁচে থাকতে পারতাম—যদি আমরা আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতাম এবং আমাদের বাস্তব চাহিদার পরিমাপ করে চলতাম।

১৪. পানি ব্যবহারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ: অপচয় রোধে এক চিরন্তন সুন্নাহ

হে আল্লাহর বান্দাগণ!

✦ **নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত:** পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুমহান আদর্শ ও দিকনির্দেশনার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন!

✦ **প্রাচুর্যের মাঝেও মিতব্যয়িতা:** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে মদিনা মুনাওয়ারা কিন্তু কোনো শুষ্ক মরুভূমি ছিল না, বরং তা ছিল প্রচুর সুপেয় পানি, সবুজ শস্যখেত ও ফলফলাদির বাগানে সমৃদ্ধ এক অঞ্চল। এত প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র এক 'সা' (প্রায় আড়াই থেকে তিন লিটার) পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং মাত্র এক 'মুদ' (প্রায় ৬০০ থেকে ৬৫০ মিলিলিটার) পানি দিয়ে অজু সম্পন্ন করতেন।

✦ **একটি শিক্ষণীয় হাদীস:** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، أَوْ تَعَدَّى، أَوْ ظَلَمَ

"একদা এক মরুচারী বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে অযূ সম্পর্কে জানতে চাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিন তিন বার (অঙ্গগুলো) ধুয়ে অযূ করে দেখালেন। অতঃপর এরশাদ করলেন: 'এভাবেই অযূ করতে

হয়। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশি করবে (অর্থাৎ তিন বারের বেশি পানি ঢালবে), সে নিঃসন্দেহে অন্যায় করল, শরিয়তের সীমা লঙ্ঘন করল এবং নিজের ওপর জুলুম করল।' (নাসাঈ: ১৪০, ইবনে মাজাহ: ৪২২)

১৫. অযূর পানি অপচয়ের অশুভ পরিণতি: নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কঠিন হুঁশিয়ারি

✦ **একটি ভাববার মতো প্রশ্ন (উপসংহার):** প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! পানির অপচয় রোধে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এই কঠোর ধমক ও দিকনির্দেশনা কিন্তু স্বয়ং অজুর মতো একটি মহান 'ইবাদতের' ক্ষেত্রে এসেছে। তাহলে ইবাদত ছাড়া অন্যান্য জাগতিক ও সাধারণ ব্যবহারে যারা সীমাহীন পানি অপচয় করছে–তাদের অপরাধ ও গুনাহ কত মারাত্মক হতে পারে, তা কি আপনারা একবারও ভেবে দেখেছেন?

১৬. পানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়: একটি ঈমানী দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্য

হে ইসলামের অনুসারী ভাই সকল!

✦ **সাশ্রয় একটি দ্বীনি ও নৈতিক কর্তব্য:** পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া কেবল কোনো জাগতিক বা বস্তুগত বিষয় নয়, বরং এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি (ধর্মীয়) দায়িত্ব এবং উচ্চ নৈতিক কর্তব্য।

✦ **পানির চিরন্তন ঐশী গুরুত্ব:** পানি হলো মহান আল্লাহর এক অসীম ও অমূল্য দান। এই পানি দিয়েই আমরা আমাদের তৃষ্ণা মেটাই, এর মাধ্যমেই আমরা পবিত্রতা অর্জন করি এবং এটি দিয়েই আমরা আমাদের শস্যখেত ও গবাদিপশুকে বাঁচিয়ে রাখি।

১৭. প্রবহমান নদীর তীরে দাঁড়িয়েও অপচয় নিষিদ্ধ: প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুবর্ণ উপদেশ

✦ **প্রবহমান নদীতেও অপচয় নিষিদ্ধ:** পানির এই গুরুত্বের কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি ব্যবহারে অপচয় করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ» . قَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ»

আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু -এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উযূ অযূ করছিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে সা'দ! এত অপচয় কেন? সা'দ আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উযূর মধ্যেও কি অপচয় আছে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ আছে। যদিও তুমি প্রবহমান নদীর কিনারা থাকো। (ইবনে মাজাহ: ৪২৫, আহমদ: ২২১)

১৮. ঐশী নেয়ামতের কদর আদায়: অপচয় রোধে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ

▲ প্রয়োজন শেষ হওয়া মাত্রই পানির কল বা ট্যাপগুলো শক্ত করে বন্ধ রাখুন।

▲ পাইপলাইন বা কলের কোথাও কোনো লিক বা পানি চুইয়ে পড়ার সমস্যা থাকলে তা অবহেলা না করে দ্রুত মেরামত করুন।

▲ সাওয়াবের নিয়তে অযূ কিংবা গোসল করার সময়ও অতিরিক্ত পানি ঢেলে সীমাহীন অপচয়ের গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।

১৯. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে পরিমিতিবোধ: ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে এক মহা নিয়ামক

✦ **বিদ্যুৎ মহান আল্লাহর এক আলোকোজ্জ্বল নিয়ামত:** পানির মতোই বিদ্যুৎও মহান আল্লাহর এক অনন্য নেয়ামত, যা আমাদের আধুনিক জীবনকে আলোকিত ও সহজ করে তুলেছে।

✦ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে কিছু জরুরি পদক্ষেপ:

১। ঘর বা কর্মস্থল থেকে বের হওয়ার সময় অপ্রয়োজনীয় লাইট, ফ্যান ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলো বন্ধ করার ব্যাপারে যত্নবান হোন।

২। সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী আধুনিক (LED) বাল্ব ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।

৩। গ্রীষ্মকালে এসি বা কুলিং সিস্টেমের তাপমাত্রা অতিরিক্ত মাত্রায় কমিয়ে অপ্রয়োজনীয় শীতলকরণ (যা অপচয়ের শামিল) পরিহার করুন।

✦ সাশ্রয়ী আচরণের বহুমুখী সুফল: আমাদের এই ছোট ছোট সচেতনতার মাঝেই রয়েছে—ব্যক্তিগত সম্পদের সুরক্ষা, পারিবারিক বাজেটের স্বস্তি, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ওপর অতিরিক্ত চাপের লাঘব এবং সর্বোপরি আমাদের ওপর আল্লাহর দেওয়া এই নেয়ামতের চিরস্থায়ী ধারা বজায় থাকা।

২০. অপচয় ও কৃপণতাহীন এক ভারসাম্যপূর্ণ জীবন: রহমান-এর খাঁটি বান্দাদের অনন্য বৈশিষ্ট্য

✦ রহমান-এর বান্দাদের অনন্য গুণ: মধ্যপন্থা অবলম্বনকারীদের প্রশংসা করে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেছেন:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"আর তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপচয়ও করে না এবং কৃপণতাও করে না; বরং তাদের পন্থা এই দুইয়ের মাঝামাঝি সমতা ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকে।" (সূরা আল-ফুরকান: ৬৭)

প্রথম খুতবার সমাপনী ও ইস্তিগফার

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ،

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

✦ কুরআনের বরকত কামনা: মহান আল্লাহ আমাদের সকলের জন্য এবং এই পবিত্র কুরআনের মাঝে সীমাহীন বরকত দান করুন। এই মহাগ্রন্থের আয়াতসমূহ এবং এর জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলী থেকে আমাকে ও আপনাদের সকলকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন।

✦ ক্ষমাপ্রার্থনা ও তওবা: আমি আমার এই বক্তব্য শেষ করছি এবং আমার ও আপনাদের সকলের যাবতীয় গুনাহের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই দিকে ফিরে আসছি (তওবা করছি)। অতএব, আপনারা সকলেই তাঁর কাছে ক্ষমা চান এবং তওবা করুন; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

দ্বিতীয় খুতবা

الخطبة الثانية

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَمُصْطَفَاهُ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ إِخْوَةَ الْإِيمَانِ، وَكُونُوا مِنْ ذَوِي الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ، وَتَجَنَّبُوا طَرِيقَ السَّرَفِ وَالْعُدْوَانِ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ الْخَيْبَةُ وَالْخُسْرَانُ؛ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: {يَاعِبَادِ فَاتَّقُونِ} [الزمر: ١٦].

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ব আল্লাহর প্রিয় বান্দা, মনোনীত রাসূল এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরুদ ও অফুরন্ত শান্তির ধারা বর্ষণ করুন আমাদের নবীজির ওপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গের ওপর, তাঁর মহান সাহাবীগণের ওপর এবং যারা তাঁকে প্রকৃত ভালোবাসায় হৃদয়ে ধারণ করেছে–তাদের সকলের ওপর।

অতঃপর: হে ঈমানদার ভাই সকল! আপনারা মহান আল্লাহকে ভয় করুন (তাকওয়া অবলম্বন করুন)। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পুণ্যবান, সৎ ও ইহসানকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হোন।

খবরদার! অপচয়, সীমা লঙ্ঘন ও অবাধ্যতার অন্ধকার পথ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখুন; কারণ এই পথের চূড়ান্ত পরিণতিতে কেবলই চরম ব্যর্থতা, হতাশা ও চিরস্থায়ী ক্ষতি লুকিয়ে আছে।

যেমনটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা অত্যন্ত মমতাপূর্ণ ও সতর্ককারী কণ্ঠে এরশাদ করেছেন:

يَاعِبَادِ فَاتَّقُونِ

"হে আমার বান্দাগণ! অতএব তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো।" (সূরা আজ-জুমার: **১৬**)

১. ইতিহাসের কাঠগড়ায় অপচয়: সমৃদ্ধ সমাজের পতন ও একটি করুণ শিক্ষা

হে আল্লাহর বান্দাগণ!

✦ **ইতিহাসের এক চিরন্তন সাক্ষ্য:** মানুষের ইতিহাস কত অসংখ্য উন্নত, সমৃদ্ধ ও আলো ঝলমলে সমাজের গল্প আমাদের সামনে তুলে ধরে–যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একদল একনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও দূরদর্শী মানুষ।

✦ **পূর্বসূরিদের ঘাম ও শ্রমে গড়া সভ্যতা:** সেই সৎ মানুষেরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সমাজের উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় সকল অবকাঠামো নির্মাণ করেছিলেন। তারা সমাজের স্থায়িত্বের জন্য গড়ে তুলেছিলেন বিশাল বিশাল কৃষি খামার, শিল্প-কারখানা, দালানকোঠা ও বিস্তৃত বাণিজ্য কেন্দ্র।

২. ভোগবিলাস ও সীমা লঙ্ঘনের পরিণতি: অতীত সভ্যতার ধ্বংসের ইতিকথা

✦ **বিলাসী উত্তরসূরিদের সীমালঙ্ঘন:** কিন্তু এরপর কালের আবর্তে এমন একদল অযোগ্য ও বিলাসী উত্তরসূরির আবির্ভাব ঘটল–যাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অপচয়, অপব্যয় এবং চরম ভোগবিলাস বাসা বেঁধেছিল।

✦ **কামনার দাসত্ব ও ধ্বংসের সূচনা:** তারা তাদের নফস ও পাশবিক কামনার লাগাম একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল; ফলে তাদের মহান পূর্বসূরিরা যে বিশাল ঐশ্বর্য ও সম্পদ তাদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন–তা তারা ধ্বংস ও ধূলিসাৎ করে ফেলল।

✦ **সমাজে বিপর্যয় ও করুণ পরিণতি:** এর অনিবার্য ফলস্বরূপ, সেই উন্নত ও সমৃদ্ধ সমাজগুলো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল এবং সেই সমাজের বিলাসী মানুষেরা চরম কঠোরতা, দারিদ্র্য ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণাদায়ক পরিণতি ভোগ করতে বাধ্য হলো।

৩. ইতিহাসের এক জ্বলন্ত ট্র্যাজেডি: আল-মু'তামিদ ইবনে আব্বাদের রাজকীয় বিলাসিতা ও তার করুণ অবসান

হে আল্লাহর বান্দাগণ!

✦ **আল-মু'তামিদের অতি-বিলাসী জীবন:** স্পেনের সেভিলের (আশবিলিয়াহ) তৎকালীন প্রভাবশালী আমির আল-মু'তামিদ ইবনে আব্বাদের জীবন ছিল চরম জাঁকজমক ও ভোগবিলাসে ভরা। তিনি ভোগ-বিলাসিতার এমন এক চরম সীমায় পৌঁছেছিলেন, যা তাকে চূড়ান্ত দাম্ভিকতা ও সীমাহীন অপচয়ের অতল গহ্বরে পতিত করেছিল।

৪. কস্তুরী-জাফরানের কাদা বনাম ছেঁড়া কাপড়ে অনাহার: অপচয়কারীদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বার্তা

✦ **কস্তুরী ও জাফরানের কাদা তৈরির সেই অদ্ভুত ঘটনা:** একদিন তাঁর স্ত্রী প্রাসাদের চারপাশে কিছু দরিদ্র নারীকে মাটির কাদার মধ্যে নেমে পানি বিক্রি করতে দেখলেন। তা দেখে তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের মনেও সাধারণ নারীদের মতো কাদার মধ্যে নেমে খেলা করার কৌতূহল ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগল। মু'তামিদ তাঁর স্ত্রীর এই অদ্ভুত আবদারটি পূরণ করলেন, তবে তা অত্যন্ত অদ্ভুত ও জঘন্য অপচয়ের উপায়ে! তিনি রাজ্যের সমস্ত আম্বর, কস্তুরী ও কর্পূর একত্রিত করার নির্দেশ দিলেন। এরপর সেগুলোকে মূল্যবান গোলাপ জল দিয়ে মেখে, তার ওপর জাফরান ছিটিয়ে ঠিক কাদার মতো রূপ দিলেন। অতঃপর প্রাসাদের বিশাল প্রাঙ্গণে তা ঢেলে দেওয়া হলো, যেন তাঁর স্ত্রী ও কন্যারা সেখানে নেমে কাদার মতো খেলা করতে পারেন!

৫. বিলাসবহুল প্রাসাদের পতন: নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতার এক হৃদয়বিদারক ঐতিহাসিক দলিল

✦ **ইতিহাসের পাতায় এক কদর্য অপচয়ের দৃষ্টান্ত:** এটি ছিল চরম বিলাসিতা ও দাম্ভিকতাপূর্ণ অপচয়ের এমন এক নির্মম চিত্র, যা ইতিহাস তার পাতায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সংরক্ষণ করেছে–যাতে তা পরবর্তীকালের সেই সব মানুষের জন্য এক জ্বলন্ত শিক্ষা হয়ে থাকে, যাদের আল্লাহ প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দান করেছেন।

✦ **সাম্রাজ্যের পতন ও বন্দিত্বের হাহাকার:** এরপর বেশিদিন স্থায়ী হয়নি আল-মু'তামিদের সেই অহংকারী রাজত্ব। তাঁর সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। তাঁকে আশবিলিয়াহ থেকে চরম অপদস্থ করে বের করে দেওয়া হলো। মরক্কোর 'আগমাত' নামক স্থানে বন্দী করার পর তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হলো।

✦ **ছেঁড়া পোশাকে কন্যাদের আগমন:** এক ঈদের দিনে তাঁর কন্যারা যখন অতি জীর্ণ, তালি দেওয়া এবং পুরনো পোশাক পরে তাঁর অন্ধকার বন্দীশালায় দেখা করতে এলেন, তখন তাঁর নিজের এবং তাঁর পরিবার ও কন্যাদের এই চরম লাঞ্ছিত দশা দেখে মু'তামিদের কলিজা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। তখন তিনি নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে ও হা-হুতাশ করতে করতে নিজের রচিত এই বিখ্যাত কবিতাটি আবৃত্তি করলেন:

আল-মু'তামিদ ইবনে আব্বাদের সেই বিখ্যাত আক্ষেপের কবিতা:

فِيمَا مَضَى كُنْتَ بِالْأَعْيَادِ مَسْرُورًا – فَسَاءَكَ الْعِيدُ فِي أَغْمَاتَ مَأْسُورًا

অতীতের দিনগুলোতে ঈদ এলে তুমি মেতে উঠতে পরম আনন্দে,
আজ আগমাতের অন্ধকার কারাগারে বন্দী তুমি–বিষাদ ও ক্রন্দনে।

تَرَى بَنَاتِكَ فِي الْأَطْمَارِ جَائِعَةً - يَغْزِلْنَ لِلنَّاسِ مَا يَمْلِكْنَ قِطْمِيرًا

আজ দেখছো তোমার কন্যাদের মলিন ও জীর্ণ পোশাকে, ক্ষুধার্ত মলিন মুখে,

অন্যের সুতা কেটে তারা দিন মজুরি করে, এক কণা সম্পদও নেই আজ তাদের হাতে।

يَطَأْنَ فِي الطِّينِ وَالْأَقْدَامُ حَافِيَةٌ - كَأَنَّهَا لَمْ تَطَأْ مِسْكًا وَكَافُورًا

আজ তারা কাদা-মাটি মাড়িয়ে চলে অনাবৃত খালি পায়ে,

দেখে কে বলবে–একদা কস্তুরী আর কর্পূরের কাদা মাখিয়েছিল তারা গায়ে!

مَنْ بَاتَ بَعْدَكَ فِي مُلْكٍ يُسَرُّ بِهِ - فَإِنَّمَا بَاتَ بِالْأَحْلَامِ مَغْرُورًا

তোমার এই পতনের পরও যারা রাজসিংহাসনে বসে আজ আনন্দে বিভোর,

তারা আসলে রঙিন স্বপ্নের ঘোরে মত্ত, মস্ত বড় এক অহংকারী ও আত্মভোলা চোর!

اللَّهُمَّ قِنَا السَّرَفَ وَالتَّبْذِيرَ، وَاحْفَظْ جَوَارِحَنَا وَأَمْوَالَنَا عَنِ الْخَلَلِ وَالتَّقْصِيرِ، وَأَدِمْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ، وَجَنِّبْنَا سَخَطَكَ وَنِقْمَتَكَ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ؛ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، رَبَّنَا ارْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ، وَالضَّرَّاءَ وَالْبَأْسَاءَ، وَأَدِمْ عَلَيْنَا النِّعَمَ، وَادْفَعْ عَنَّا النِّقَمَ، وَزَكِّ نُفُوسَنَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللَّهُمَّ وَفِّقْ أَمِيرَنَا وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَخُذْ بِنَوَاصِيهِمَا لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَاجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا، سَخَاءً رَخَاءً وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ.

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অপচয় ও অপব্যয় থেকে রক্ষা করো। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ধন-সম্পদকে যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিপর্যয় থেকে হেফাজত করো। হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আমাদের ওপর তোমার নেয়ামতকে সর্বদা অক্ষুণ্ন রাখো এবং তোমার ক্রোধ ও কঠিন শাস্তি থেকে আমাদের দূরে রাখো।

হে আল্লাহ! তুমি সমস্ত মুসলিম নর-নারীকে ক্ষমা করে দাও–তাদের মধ্যে যারা জীবিত এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের সকলকে।

হে আমাদের রব! আমাদের ওপর থেকে যাবতীয় বালা-মুসিবত, মহামারী, দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্য দূর করে দাও। আমাদের ওপর তোমার নেয়ামতের ধারা বজায় রাখো এবং সমস্ত আজাব-গজব প্রতিহত করো। আমাদের নফস বা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে দাও; নিশ্চয়ই তুমিই সর্বোত্তম আত্মশুদ্ধি দানকারী।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও কল্যাণ দান করো, আর আমাদের দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করো।"

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের আমীর এবং মাননীয় যুবরাজ-কে সেই সমস্ত কাজের তাওফিক দান করো যা তুমি ভালোবাসো এবং যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। তাঁদের উভয়কে পুণ্য ও আল্লাহভীতির (তাকওয়ার) পথে পরিচালিত করো।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই দেশকে চির নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধশালী ও প্রাচুর্যে ভরপুর রাখো এবং বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত মুসলিম দেশের জন্যও অনুরূপ নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি দান করো।

প্রণয়নেঃ জুমার নামাযের আদর্শ খুতবা প্রস্তুতকারী কমিটি (কুয়েত)